দশম অধ্যায় ঃ মাযারমুখী যিয়ারত ও মুনাজাত

মাযারমুখী হয়ে যিয়ারত ও মুনাজাত করা এবং অলীগণের উছিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা জায়েয ও সুন্নাত। বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্ন ও তার জবাব।

প্রত্যেক কাজের একটি নিয়ম পদ্ধতি আছে। রীতিনীতি ব্যতীত কোন কাজ সুষ্ঠ ও সুন্দর হয় না। আরবীতে এই নিয়ম রীতিনীতিকে আদব বলা হয়। যেমন- হাদীস শরীফের কিতাব সমূহে কিতাবুল আদাব' নামে একটি পৃথক পরিচ্ছেদ রয়েছে। মিশকাত শরীফে "কিতাবুল আদাব" নামে ৩৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি বিরাট পরিচ্ছেদ আছে। এ পরিচ্ছেদ অধীনে কতগুলো "বাব" বা অধ্যায় রয়েছে। যেমন বাবুছ ছালাম, বাবুল কিয়াম, বাবুল মুছাফাহা ওয়াল মুআনাকা- ইত্যাদি। মিশকাত শরীফের এই পরিচ্ছেদ ও অধ্যায়গুলো বর্তমানে বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে দাখিল পরীক্ষার জন্য (১০ শ্রেণী) পাঠ্যভূক্ত করা হয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবে মিশকাত শরীফে "কিতাবুল জানায়েয অধীনে "বাবুয যিয়ারাত" নামে অন্য একটি অধ্যায় রয়েছে। অত্র কিতাবের ৮নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারকের যিয়ারত পদ্ধতি ও যিয়ারতের অনুমোদন সংক্রান্ত যেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, তার সবগুলোই মিশকাত শরীফ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের "বাবুয যিয়ারাত" অধ্যায় হতে সংগ্রহ করেছি। মাযার যিয়ারতের নিয়ম পদ্ধতি আলোচনা করতে হলে সর্ব প্রথম আলোচনা করতে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর (দঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ রওযা মোবারকের যিয়ারতের আদব ও নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে। সাথে সাথেই আলোচনা করতে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত উমর ফারুক (রাঃ)- এর রওযা মোবারকদ্বয়ের যিয়ারতের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কেও। তারপর আলোচনায় আসতে হবে ক্রমান্বয়ে জান্নাতুল বাকী', ওহোদ ময়দানের শহীদানদের মাযার যিয়ারতের বিষয়ে। এরপর হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) ও শহীদানে কারবালার মাযার সমূহ যিয়ারতের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে। কেননা, ঐ যুগটি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ- অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের যুগ। সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে নবী করিম (দঃ), হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত ওমর ফারুক, হযরত হাম্যা ও ওহোদের অন্যান্য শহীদগণ, জান্নাতুল বাকীতে শায়িত মা হালিমা, খাতুনে জান্নাত মা ফাতিমা যাহ্‌রা ও অন্যান্য সাহাবাগণের (রিদওয়ানুল্লাহে তায়ালা আলাইহিম আজমাইন) মাযার সমূহের যিয়ারত করতেন- তার কিছু নমুনা প্রথমে জানতে

www.sunnibarta.com

হবে। অদ্যাবধি মুসলমান হাজীগণ কোন্ পদ্ধতিতে উক্ত রওযা মোবারক ও মাযার সমূহ যিয়ারত করে আসছেন, সে বিষয়ে "হজ্জ ও যিয়ারত" নামক গ্রন্থ সমূহে বিস্তারিত নিয়ম পদ্ধতি লেখা আছে। এরপরই অন্যান্য আউলিয়ায়ে কেরামগণের মাযার সমূহ যিয়ারতের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা সহজ হবে। কেননা, ইনিরা হচ্ছেন পূর্ববর্তীগণের উত্তরসুরী। একই ধারা এবং একই নিয়ম পদ্ধতি সকলের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

এখন আমি প্রথমে নবী করিম (দঃ) এবং প্রধান দুই সাহাবীর রওযা মোবারক যিয়ারতের বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করবো-ইন্শা আল্লাহ।

হযরত নবী করীম (দঃ)-এর রওযা মুবারক যিয়ারতের নিয়ম

বিখ্যাত ফতোয়াগ্রন্থ "আলমগীরি" ও অন্যান্য কিতাব সমূহে উল্লেখ আছেঃ মদিনা মুনাওয়ারাতে গিয়ে প্রথমে অযু গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে "বাবুছ ছালাম" দিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে প্রথমে দু' রাকআত নফল নামায আদায় করবে। তারপর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে নামাযের মত হাত বেঁধে নবী করিম (দঃ)-এর চেহারা মোবারক বরাবর মুখোমুখী হয়ে কেব্লাকে পিছনে রেখে দাঁড়াবে এবং এভাবে দরূদ আরয করবে-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ + اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ + اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللّٰهِ + اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانُوْرَ عَرْشِ اللّٰهِ + اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ + اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ + اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ + وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ حَقِّكَ الْعَظِيْمِ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا- يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ جِئْتُكَ هَارِبًا مِّنْ ذَنْبِيْ وَمِنْ عَمَلِيْ وَمُسْتَشْفِعًا بِكَ اِلٰى رَبِّيْ فَاشْفَعْ لِيْ يَا شَفِيْعَ الْاُمَّةِ يَاكَاشِفَ الْغُمَّةِ يَا سِرَاجَ

www.sunnibarta.com

الظُّلْمَةِ + اَجِرْنِيْ بِهٖ يَا اللّٰهُ مِنَ النَّارِ- يَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ- اَتَيْنَاكَ زَائِرِيْنَ- وَقَصَدْنَاكَ رَاغِبِيْنَ- وَعَلٰى بَابِكَ الْعَالِيْ وَاقِفِيْنَ- وَبِحَقِّكَ عَارِفِيْنَ- فَلَا تَرُدَّنَا خَائِبِيْنَ- وَلَا عَنْ بَابِكَ مَحْرُوْمِيْنَ- يَا سَيِّدِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْاَلُكَ الشَّفَاعَةَ- وَاَسْاَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى لَكَ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ وَالْحَوْضَ الْمَوْرُوْدَ وَالشَّفَاعَةَ الْعُظْمٰى فِى الْيَوْمِ الْمَشْهُوْدِ- اَشْهَدُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ- وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ- وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ- وَجَلَبْتَ الظُّلْمَةَ- وَجَاهَدْتَّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ- وَعَبَدْتَّ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ جَزَاكَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنَّا وَعَنْ وَالِدَيْنَا وَعَنِ الْاِسْلَامِ خَيْرَ الْجَزَاءِ- وَنَسْاَلُكَ الشَّفَاعَةَ اَنْ تَشْفَعَ لَنَا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْعَرْضِ وَيَوْمَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ- يَوْمَ لَايَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ- اِشْفَعْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِجِيْرَانِنَا وَلِمَشَائِخِنَا وَلِاُسْتَاذِنَا وَلِمَنْ اَوْصَانَا- اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ- (اَلْمُخْتَصَرُ)

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ! আস্‌সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! আস্‌সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ! আস্‌সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া নূরা আরশিল্লাহ। আস্‌সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া খাইরা খাল্‌কিল্লাহ্! আস্‌সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া শাফীয়াল মুযনিবীন। আস্‌সালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা

www.sunnibarta.com

ইয়া রাহমাতুল্লিল আলামীন! ওয়া ক্বাদ্ ক্বালাল্লাহু তায়ালা ফী হাক্বিক্বিকাল আযীম "ওয়া লাও আন্নাহুম ইয্ যালামু আন্ফুছাহুম জা-উকা ফাছ্তাগ ফারুল্লাহা ওয়াছ তাগফারা লাহুমুর রাছুলু; লাওয়াজাদুল্লাহা তাওয়াবার রাহীমা"। "ইয়া রাসুলাল্লাহ! ক্বাদ্ জি'তুকা হা-রিবান মিন যাম্বী ওয়া মিন আমালী, ওয়া মুছ্তাশফিয়াম বিকা ইলা রাব্বী, ফাশফি'লী ইয়া শাফীয়াল্ উম্মাহ্! ইয়া কাশিফাল গুম্মাহ! ইয়া ছিরাজায যুল্মাহ!" আজির্নী বিহী ইয়া আল্লাহু মিনান নার্। "ইয়া নাবিয়্যার রাহ্মাতি ইয়া রাসুলাল্লাহ! আতাইনাকা যাঈরীন; ওয়া ক্বাছাদ্নাকা রাগিবীন; ওয়া আলা বাবিকাল আ'লী ওয়াক্বিফীন; ওয়া বিহাক্বিকা আরিফীন: ফালা তারুদ্দুনা খাঈবীন; ওয়ালা আন্ বাবিকা মাহ্রুমীন! ইয়া ছাইয়্যিদী ইয়া রাসূলাল্লাহ! আছ্-আলুকাশ শাফাআতা ওয়া আছ-আলুল্লাহা তায়ালা লাকাল ওয়াছিলাতা, ওয়াল ফাদীলাতা, ওয়াদ দারাজাতার রাফীআতা, ওয়াল মাক্বামাল মাহ্মূদা, ওয়াল হাওযাল মাওরুদা, ওয়াশ্ শাফাআতাল্ উযমা ফিল ইয়াওমিল মাশহুদ্। আশহাদু ইয়া রাসুলাল্লাহ! ক্বাদ বাল্লাগ্তার রিছালাতা, ওয়া আদ্দাইতাল্ আমানাতা, ওয়া নাছাহ্তাল উম্মাতা, ওয়া কাশাফ্তাল গুম্মাতা, ওয়া জালাব্তায যুলুমাতা, ওয়া জাহাত্তা ফী ছাবীলিল্লাহি হাক্বা জিহাদিহী, ওয়া আবাত্তা রাব্বাকা হাত্তা ইয়াতিয়াকাল ইয়াক্বীন। জাযাকাল্লাহু তায়ালা আন্না ওয়া আন ওয়ালেদাইনা ওয়া আনিল ইছলামি খাইরাল জাযায়ে। ওয়া নাছ্আলুকাশ শাফাআতা আন্ তাশফাআ লানা ইনদাল্লাহি ইয়াওমাল আরযি, ওয়া ইয়াওমাল ফাযাইল আকবারি, ইয়াওমা লা-ইয়ান্ফাউ মা-লুউ ওয়ালা বানুন; ইল্লা মান্ আতাল্লাহা বিক্বালবিন ছালীম। ইশ্ফি' লানা, ওয়ালি ওয়ালিদাইনা, ওয়ালি জীরানিনা, ওয়ালি মাশায়িখিনা, ওয়ালি উছতাযিনা, ওয়ালি মান আওছানা। আস্সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া ছাইয়্যিদাল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুরছালীন! ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!" (সংক্ষিপ্ত)

অর্থঃ দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি- হে আল্লাহর প্রিয় রাসুল! দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি-হে আল্লাহর প্রিয় হাবীব! দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি-হে আল্লাহর আরশের নূর! দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি-হে আল্লাহর সৃষ্টির সেরা! দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি-হে গুনাহ্গারের শাফাআতকারী! দরূদ ও সালাম আপনার প্রতি-হে বিশ্বজগতের রহমত!

মহান আল্লাহ্ তায়ালা আপনার মহান শান সম্পর্কে কুরআন মজিদে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ "এবং তারা (গুনাহ্গারগণ) যখনই নিজেদের উপর যুলুম করে যদি আপনার নিকট আসে এবং খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে; আর রাসুলও যদি তাদের জন্য সুপারিশ করেন- তাহলে তারা নিশ্চয়ই আল্লাহকে পাবে তওবা কবুলকারী ও দয়ালু হিসাবে।"

আহকামুল মাযার- ৭৩

www.sunnibarta.com

"ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আমার গুনাহ্ ও মন্দ কর্ম হতে পলায়ন করে আপনার মহান দরবারে এসেছি এবং আমার প্রতিপালকের দরবারে আপনার সুপারিশের বড় আশা নিয়ে এসেছি। অতএব, সুপারিশ করুন আমার জন্য-হে উম্মতের সুপারিশকারী! হে অন্ধকার বিদূরনকারী! হে অন্ধকারের প্রদীপ! "হে আল্লাহ! তাঁর উছিলায় তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও।" "হে রহমতের নবী! হে মহান রাসূল! আমরা আপনার মহান দরবারে এসেছি- আপনার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে। আমরা অধীর আগ্রহ নিয়ে আপনার উদ্দেশ্যেই এসেছি এবং আপনার মহান দরজায় দন্ডায়মান হয়েছি। আপনার মহান মর্যাদা সম্পর্কেও আমরা অবগত রয়েছি। অতএব, আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং আপনার শাফাআতের দরজা থেকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দেবেন না। হে আমার মনিব, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি। আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট আপনার জন্যও প্রার্থনা করছি- যেন তিনি আপনাকে মধ্যস্থতা, বুযর্গী, উন্নত পদমর্যাদা, প্রশংসিত স্থান, জান্নাতীদের অবতরণ স্থল-হাউজে কাউছার, এবং কেয়ামত দিবসে বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম শাফাআত প্রদান করেন।"

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি- নিশ্চয়ই আপনি রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণভাবে তাবলীগ (প্রচার) করেছেন। আমানত যথাযথভাবে আদায় করেছেন। উম্মতকে উপদেশ দিয়েছেন। অন্ধকার দুরীভূত করেছেন। অন্ধকারকে আলোর দ্বারা পরিবর্তন করেছেন। আল্লাহর পথে যথাযথভাবে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন (দুশমনদের বিরুদ্ধে)। আর আপনার নিকট নিশ্চিত বস্তু (ওফাত) আসা পর্যন্ত আপনি আপন প্রতিপালকের ইবাদত করে গেছেন।" 'আল্লাহ আপনাকে আমাদের পক্ষ হতে, আমাদের পিতা মাতার পক্ষ হতে এবং সমগ্র ইসলামী বিশ্বের পক্ষ হতে, উত্তম প্রতিদান মঞ্জুর করুন"। আর আমরা আপনার মহান দরবারে শাফাআত প্রার্থনা করছি, যেন আপনি মহা আতংকের ('কিয়ামত') দিবসে আমাদের জন্য দয়া করে সুপারিশ করেন। সে দিন ধনবল ও জনবল বা মাল- দৌলত-সন্তানাদি (স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে) কোন উপকারে আসবে না। শুধু উপকারে আসবে- যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে হাযির হবে।

"হে রাসূল (দঃ) ! আপনি সুপারিশ করুন আমাদের জন্য, আমাদের পিতা-মাতার জন্য, আমাদের প্রতিবেশীদের জন্য, আমাদের পীর মাশায়িখদের জন্য, আমাদের ওস্তাদগণের জন্য এবং যারা আমাদেরকে অছিয়ত করেছেন (ভালকাজ করার ও ছালাম পৌছানোর জন্য)। দরূদ ও

www.sunnibarta.com

সালাম আপনার প্রতি, হে নবী ও রাসূলগণের সরদার! আল্লাহর রহমত ও বরকত আপনার উপর বর্ষিত হোক" (সংক্ষিপ্ত)।

পর্যালোচনা ঃ

উপরোক্ত যিয়ারতের নিয়ম পদ্ধতি ও দোয়া মুনাজাতের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি আক্বিদা প্রমাণিত হয়েছে। যথা-

(১) নবী করিম (দঃ) কে ইনতিকালের পরেও 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলে সরাসরি সম্বোধন করা জায়েয।

(২) নবী করিম (দঃ) উক্ত দরূদ ও সালাম শুনেন। তিনি স্বশরীরে জীবিত ও হায়াতুন্নবী। মাটি নবীগণের পশমও নষ্ট করতে পারে না। (তাবরানী)।

(৩) বান্দা আল্লাহর কাছে যে কোন অপরাধ বা গুনাহ্ করে যদি নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারকে গিয়ে হাযির হয় এবং তাঁকে মাধ্যম বানিয়ে খোদার কাছে ক্ষমা চায়, তাহলে খোদা তায়ালা ঐ বান্দার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন এবং তাকে রহম করেন। মদিনা যেতে অক্ষম ব্যক্তিরা শুধু নবী করিম (দঃ) কে মনের মধ্যে ধ্যান করে তাঁকে উছিলা করে গুনাহ্ ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাকেও ক্ষমা করে দেন। (তাফসীরে নাঈমী ও শানে হাবীব)

(৪) নবী করিম (দঃ)-কে সম্বোধন করে সরাসরি তাঁর দরবারে আবেদন নিবেদন করা জায়েয। যেমন করা হয়েছে উক্ত দোয়ায়।

(৫) নবী করিম (দঃ) উম্মতের মকসুদ পূর্ণ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। যেমনঃ "হে রাসূল! আমাদেরকে বঞ্চিত ও নিরাশ করে ফিরিয়ে দেবেন না" এই আবেদনের মধ্যে উক্ত মাস্আলাটি প্রমাণিত হয়েছে।

(৬) শাফাআতের জন্য সরাসরি নবী করিম (দঃ)-এর কাছে প্রার্থনা করা জায়েয। যেমনঃ "আছ আলুকা" "আমি আপনার কাছে শাফাআত প্রার্থনা করছি"- এই বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত।

(৭) মাযারে দাঁড়িয়ে নামাযের মত হাত বেঁধে ছালাম আরয করা সুন্নাত ও আদব। (আলমগীরি)

(৮) একই দোয়ায় বা মুনাজাতের মধ্যে একবার আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং একবার নবী করিম (দঃ)-এর কাছে কিছু প্রার্থনা করা জায়েয। যেমনঃ "আজিরনী বিহি ইয়া আল্লাহু মিনান নার" এবং "নাছআলুকাশ শাফাআতা" এই দুই বাক্যের মধ্যে প্রথমটি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এবং দ্বিতীয়টি নবী করিম (দঃ)-এর নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে।

www.sunnibarta.com

অনুরূপভাবে, নবী করিম (দঃ) এর উত্তরসুরী অলী আল্লাহগণের নিকটও রূহানী সাহায্য প্রার্থনা করা এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা একই মুনাজাতে বৈধ। (ফতোয়ায়ে আযীযী- শাহ আবদুল আযীয দেহলভী)।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর মাযার যিয়ারতের নিয়ম

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর মাযার শরীফ নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারকের সাথে একই কামরায় বা হুযরা মোবারকে অবস্থিত। নবী করিম (দঃ)-এর বাম হাতে সিনা বরাবর উত্তর দিকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর মাথা মোবারক। উভয় রওযা মা আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর হুজরা মোবারকের ভিতর- যা বর্তমানে মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে অন্তর্ভূক্ত- দেওয়াল ও জালী মোবারক দ্বারা ঘেরাও করা। নবী করিম (দঃ)-এর যিয়ারত শেষ করে একটু ডান দিকে (পূর্ব দিকে) সরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দরূদ ও সালাম পেশ করতে হবে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا اَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقُ + اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَى التَّحْقِيْقِ + اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ + اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اَنْفَقَ مَالَهٗ كُلَّهٗ فِيْ حُبِّ اللّٰهِ وَحُبِّ رَسُوْلِهٖ حَتّٰى تَخَلَّلَ بِالْعَبَا رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْكَ وَاَرْضَاكَ اَحْسَنَ الرِّضَا- وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكَ وَمَسْكَنَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَأْوٰكَ + اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَوَّلَ الْخُلَفَاءِ وَتَاجَ الْعُلَمَاءِ وَصِهْرَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفٰى وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ-

বাংলায় উচ্চরণঃ "আস্সালামু আলাইকা ইয়া ছাইয়্যিদানা আবা বাক্‌রিনিস্ সিদ্দীক। আস্সালামু আলাইকা ইয়া খালীফাতা রাছুলিল্লাহি আলাত তাহ্‌কীক্। আস্সালামু আলাইকা ইয়া ছাহিবা রাছুলিল্লাহি ছানিয়াস্ নাইনে ইয্ হুমা ফিল গার। আস্সালামু আলাইকা ইয়া মান আনফাক্বা মালাহু কুল্লাহু ফী হুব্বিল্লাহি ওয়া হুব্বি রাছুলিহি হাত্তা তাখাল্লালা বিল আবা; রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌কা ওয়া আরদ্বাকা আহ্‌ছানার রিদ্বা ওয়া জাআলাল জান্নাতা মান্‌যিলাকা ওয়া মাহাল্লাকা ওয়া মাওয়াকা। আস্সালামু আলাইকা ইয়া আউয়ালাল খোলাফায়ে ওয়া তাজাল

www.sunnibarta.com

উলামায়ে ওয়া ছিহ্‌রান্ নাবিয়্যীল মুস্তাফা (দঃ); ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।"

অর্থঃ "ছালাম আপনার প্রতি-হে আমাদের সরদার- আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)! ছালাম আপনার প্রতি-হে আল্লাহর রাসূলের প্রকৃত প্রথম খলিফা। ছালাম আপনার প্রতি-হে আল্লাহর রাসূলের সাথী এবং "দুয়ের মধ্যে দ্বিতীয়-যখন তাঁরা (সাওর) গুহার মধ্যে ছিলেন"। ছালাম, আপনার প্রতি-হে মহান পুরুষ- যিনি আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের মুহাব্বাতে নিজের যাবতীয় মাল-দৌলত ব্যয় করে ফেলেছেন এবং নিজ গায়ের জামা পর্যন্ত খুলে দান করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং আপনাকেও উত্তম সন্তুষ্টিদানে সন্তুষ্ট রাখুন। তিনি জান্নাতকে আপনার ঘর, আবাসস্থল ও আশ্রয়স্থল করে দিন! ছালাম আপনার প্রতি-হে সর্ব প্রথম খলিফা! ওলামাগণের মাথার মুকুট! নবী মুস্তফা (দঃ)-এর মহান শ্বশুর! আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বার্ষিক হোক।"

হযরত ওমর (রাঃ)-এর মাযার যিয়ারতের নিয়ম

হযরত ওমর (রাঃ)-এর মাথা মোবারক হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর বাম হাতে তাঁর সিনা বরাবর। যিয়ারতকারী একটু ডান হাতে (পূর্বদিকে) সরে গিয়ে ওমর (রাঃ)-এর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে নিম্নরূপ সালাম আরয করবে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ + اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَاطِقًا بِالْعَدْلِ وَالصَّوَابِ- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُزَيِّنَ الْمِمْبَرِ وَالْمِحْرَابِ- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُظْهِرَ دِيْنِ الْاِسْلَامِ + اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُكَسِّرَ الْاَصْنَامِ- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْفُقَرَاءِ وَالضُّعَفَاءِ وَالْاَرَامِلِ وَالْاَيْتَامِ- اَنْتَ الَّذِيْ قَالَ فِيْ حَقِّكَ سَيِّدُ الْبَشَرِ لَوْكَانَ نَبِيًّا مِنْ بَعْدِيْ لَكَانَ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْكَ وَاَرْضَاكَ اَحْسَنَ الرِّضَا- وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكَ وَمَسْكَنَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَأْوَكَ- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَانِيَ الْخُلَفَاءِ وَصِهْرَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفٰى- وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ-

www.sunnibarta.com

বাংলা উচ্চারণঃ আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া ওমারাব্‌নাল্‌ খাত্তাব। আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া নাতিকাম্‌ বিল্‌ আদ্‌লি ওয়াছ্‌ ছাওয়াব। আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া মুয্‌হিরা দ্বীনিল ইছলাম। আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া মুকাচ্ছিরাল আছ্‌নাম্‌। আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আবাল ফুক্বারা-ই-ওয়াদ্‌ দোয়াফা-ই-ওয়াল আরামিলে ওয়াল আইতাম। আন্তাল্লাযী ক্বালা ফী হাক্কিকা ছাইয়্যিদ্‌ল বাশারি "লাও কানা নাবিয়্যাম মিম বা'দী- লাকানা ওমরাবনাল খাত্তাব।" রাদিয়াল্লাহু আন্‌কা ওয়া আরদ্বাকা আহ্‌ছানার রিদ্বা। ওয়া জাআলাল জান্নাতা মান্‌যিলাকা ওয়া মাছ্‌কানাকা ও মাহাল্লাকা ওয়া মা'ওয়াকা। আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া ছানিয়াল খোলাফায়ে ওয়া ছিহ্‌রান নাবিয়্যিল মুস্তাফা (দঃ)। ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"।

অর্থঃ "সালাম আপনার প্রতি-হে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)। সালাম আপনার প্রতি-হে মিম্বার ও মেহ্‌রাবের শোভা বর্ধনকারী। সালাম আপনার প্রতি-হে দ্বীন ইসলামের প্রাধান্য দানকারী। সালাম আপনার প্রতি-হে প্রতিমা ধ্বংসকারী। সালাম আপনার প্রতি-হে ফকির, দুর্বল, বিধবা ও ইয়াতীমগণের সাহায্যকারী। আপনি এমন ব্যক্তিত্ব- যার মর্যাদা সম্পর্কে মানবজাতির মনিব হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এরশাদ করেছেনঃ "আমার পর যদি কোন নবী হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো , তাহলে নিশ্চয়ই সে হতো ওমর উবনুল খাত্তাব"। আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং আপনাকেও উত্তমরূপে সন্তুষ্ট রাখুন। আর জান্নাতকে আপনার ঘর, বাসস্থান, আবাসস্থল ও আশ্রয়স্থলে পরিণত করুন। হে দ্বিতীয় খলিফা, উলামাগণের মাথার মুকুট ও নবী মুস্তাফা (দঃ)-এর মহান শ্বশুর! আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক"।

পর্যালোচনা ঃ

উভয় খলিফার মাযার শরীফ যিয়ারতকালে উপরোক্ত সালাম পদ্ধতির মধ্যে নিম্নের কয়েকটি আক্বিদা প্রমাণিত হলো। যথাঃ

(১) উক্ত দুজন খলিফা অলীগণেরও শিরমণি। তাঁদের মাযার শরীফ যিয়ারতকালে দাঁড়িয়ে আদবের সাথে এবং ভক্তি সহকারে সালাম পেশ করতে হবে।

(২) তাঁদেরকে আদবের সাথে সম্বোধন করে তাঁদের গুণগান বর্ণনা করা সুন্নাত। অলীগণের প্রকৃত সানা সিফাত বর্ণনা করাও উত্তম। অলীগন সালাম শুনেন এবং যিয়ারতকারীকে দেখেন। 'হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) নবী করিম (দঃ)-এর

www.sunnibarta.com

রওযা মোবারক যিয়ারতকালে হযরত ওমর (রাঃ) আপন মাযার থেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন বলে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) নিজে বর্ণনা করেছেন। বুখারী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে মাওলানা হামদুল্লাহ্ দাজুভী সাহারানপূরী তাঁর প্রসিদ্ধ আরবী কিতাব 'আল বাছায়ের' গ্রন্থে একথা উল্লেখ করেছেন। এরপর থেকে হযরত আয়েশা (রাঃ) বোরকা পরিধান না করে কখনও রওযা মোবারকে ঢুক্তেন না। ইহা তাঁদের উভয়েরই কারামত প্রমাণ করে।

(৩) কবরস্থ অলী-আল্লাহ্গণ যিয়ারতকারীকে দেখেন এবং চিনেন। আশ্রাফ আলী থানবী দেওবন্দীও একথা স্বীকার করেছেন। তার লিখিত 'বয্মে জাম্শীদ' গ্রন্থে তিনি শাহ আবদুর রহিম দেহলভী (রহঃ)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। "একদিন শাহ্ আবদুর রহিম (শাহ ওয়ালি উল্লাহর পিতা) দিল্লীর কুতুবুদ্দীন বখ্তিয়ার কাকী (রহঃ)-এর মাযার শরীফ যিয়ারত করতে যান। হঠাৎ তাঁর মনে খেয়াল হলো-কুতুব সাহেব কি তাঁকে দেখতে পান? এমন সময় হযরত কুতুবুদ্দীন বখ্তিয়ার কাকী (রহঃ) রূহানী সুরত ধারণ করে শাহ সাহেবের সাথে দেখা দিয়ে একটি ফারছী কবিতার মাধ্যমে জবাব দিলেনঃ

مرا زنده پندار چون خویشتن × بجان آمدم گرتو آئی به تن-

অর্থঃ "হে আবদুর রহীম! তুমি আমাকে তোমার মতই জিন্দা মনে কর। তুমি স্বশরীরে হাযির হলে আমি অন্তর নিয়ে হাযির হবো"। (বয্মে জাম্শীদ-আশ্রাফ আলী থানবী)

অলীগণের মাযার যিয়ারতের নিয়মঃ

আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ুতি (রহঃ) **'শরহুস্ সুদুর'** গ্রন্থে অলীগণের মাযার যিয়ারতের নিয়ম এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

"যিয়ারতকারীগণ আল্লাহর অলীর মাযারে পায়ের দিক দিয়ে প্রবেশ করবে। তা সম্ভব না হলে ডানে বা বামে প্রবেশ করবে। তারপর মাযারমুখী হয়ে এবং ক্বেবলাকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রথমে ছালাম আরয করবে এভাবে-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاوَلِيَّ اللّٰهِ- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ-

উচ্চারণঃ "আস্সালামু আলাইকা ইয়া অলী-আল্লাহ। আস্সালামু আলাইকুম ইয়া

www.sunnibarta.com

আহলাল কুবুরি মিনাল মুসলিমীনা ওয়াল মুস্‌লিমাতি! আন্‌তুম্‌ লানা ছালাফুন; ওয়া নাহ্‌নু লাকুম তাবাউন্‌; ওয়া ইন্না ইন্‌শা আল্লাহু বিকুম লাহিকুন।"

অর্থঃ "হে আল্লাহর অলী! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। হে কবরবাসী মুসলিম নর-নারীগণ! আপনাদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। আপনারা আমাদের পূর্বে গমনকারী। আর আমরা আপনাদের অনুগামী। আমরা ইন্‌শা আল্লাহ অচিরেই আপনাদের সাথে মিলিত হবো"।

তারপর সূরা ফাতিহা ১ বার, সূরা ইখলাস ১১বার, সূরা কাফিরুন ১ বার, সূরা ফালাক ১বার, সুরা নাছ ১ বার, সুরা যিলযাল ১বার, সুরা তাকাছুর ১বার, সুরা বাক্বারার প্রথম তিন আয়াত "মুফলিহুন" পর্যন্ত ১বার এবং সূরা বাক্বারার শেষ তিন আয়াত "আমানার রাছুলু-- থেকে আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন" পর্যন্ত ১ বার, সুলা ইয়াছিন ১ বার ও সুরা আর রাহ্‌মান ১ বার তিলাওয়াত করবে। দরূদ শরীফ পাঠ করে কবরমূখী হয়ে দোয়া করবে। প্রথমে নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র খেদমতে, তারপর পাক পাঞ্জেতনের সদস্য-বিবি ফাতিমা, হযরত আলী ও ইমাম হাসান হোসাইন (রাঃ)-এর রূহ পাকে, এরপর উম্মুল মুমিনীনগণের রূহে, এরপর মুহাজির ও আনসারগণ সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের রূহে পাকে, খোলাফায়ে রাশেদীনের রূহে পাকে, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের পবিত্র রূহে, খাস করে গাউসুল আযম বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী , খাজা গরীব নাওয়ায হযরত মুইনুদ্দীন চিশ্‌তি আজমেরী, হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ, হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সহ সমস্ত অলী, গাউস, কুতুব, ইমাম, পীর-মাশায়িখ এবং নিজের পীর-মুর্শিদ, ওস্তাদ, মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন এবং মুমিনীন মুমিনাতের রূহে- বিশেষ করে অত্র কবরবাসীদের রূহে উক্ত তিলাওয়াতের সওয়াব পৌছানোর জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাবে। তারপর দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল কামনা করে খাস মকসুদ আল্লাহর দরবারে পেশ করবে এবং এই মহান অলীর উসিলায় যেন ঐ মক্‌সুদ পূর্ণ হয়, তার জন্য দোয়া করবে।

এরপর মাযারস্থ অলীকে লক্ষ্য করে বলবে "হে আল্লাহর অলী! আপনি আল্লাহর মকবুল ও মাহবুব! আমার অমুক মকসুদ পুরনের জন্য আপনি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করুন। নিশ্চয়ই আপনার সুপারিশ আল্লাহ কবুল করবেন। আমার অমুক মকসুদ পুরনে আপনি আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য করুন"।

www.sunnibarta.com

এইভাবে সাহায্য চাওয়াকে "ইস্‌তিম্‌দাদে রূহানী" বলা হয়। কোরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াছ ও বিভিন্ন বাস্তব ঘটনার দ্বারা এই সাহায্য চাওয়া জায়েয প্রমানিত এবং বাস্তবে পরীক্ষীত হয়েছে। অত্র কিতাবের ৭নং অধ্যায়ে বর্ণিত বিস্তারিত দলীল পুনরায় দেখূন।

মাযার যিয়ারতকালে কোন্ দিকে মুখ করে মুনাজাত করবে ?

কবর বা মাযার যিয়ারতের সময় ক্বেবলাকে পিছনে রেখে কবরকে সামনে করে দোয়া করা মোস্তাহাব। এর জন্য কিছু দলীল পেশ করে ফতোয়ার সমাপ্তি হবে।

১নং দলীল ঃ ইমাম মালেক (রহঃ)-এর যুগে (৯০-১৬০ হিজরী আনুমানিক) আব্বাসীয় খলিফা আল্ মনসুর রাজধানী বাগদাদ হতে হজ্বব্রত পালনের জন্য মক্কায় হজ্ব করে যখন মদিনা শরীফে রওযা মোবারক যিয়ারত করতে আসেন, তখন মদিনাবাসী ইমাম মালেক (রহঃ) কে এ ব্যাপারে ফতোয়া দিতে বললেন যে, যিয়ারতকালে মুনাজাত ক্বেবলামূখী হয়ে করা হবে, নাকি- রওযামুখী হয়ে? ইমাম মালেক (রহঃ) জওয়াব দিলেনঃ **"ইহা আপনার পূর্বপুরুষ ও নবীগণের সরদার হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (দঃ)-এর রওযা মোবারক। এই রওযা মোবারক খানায়ে কাবা- এমনকি আরশ মুয়াল্লা থেকেও উত্তম। সুতরাং আপনি রওযা মোবারকের দিকে মুখ করেই মুনাজাত করুন"**। খলিফা আল মনসুর নত মস্তকে এই ফতোয়া মেনে নেন।

খানায়ে কাবা হচ্ছে নামাযের কেবলা- মুনাজাতের কেবলা নয়। আমরা নামাযের নিয়তে বলে থাকি-"মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবা"। অর্থাৎ- আমি ক্বেবলার দিকে মুখ করিলাম। এটা হচ্ছে কা'বার দিকের সম্মান অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম দিকের সম্মান। কিন্তু নবী ও অলীগণের সম্মান কাবার চেয়েও অনেকগুন বেশী। কেননা হাকিকতে কাবা হচ্ছে পাথরের তৈরী ইবাদতের ঘর। আর হাকিকতে ইনসান হচ্ছে রূহ। রূহ হচ্ছে নূরের তৈরী। খোদার ঘরের হজ্বরে আস্‌ওয়াদকে চুম্বন করা সওয়াবের কাজ; আর নবী ও অলীগণের হস্তপদ চুম্বন করা মোস্তাহাব ও আদবের কাজ। হাকিকতে কাবার চেয়ে হাকিকতে ইনসান উত্তম। কা'বাতে আল্লাহ থাকেন না। কিন্তু মুমিনের ক্বলব হলো খোদার আরশ মোয়াল্লা (তাফসীর রূহুল বয়ান সুরা আল্ ফাত্‌হ)। এজন্যই নামায শেষে মুনাজাত করার সময় মুসল্লীদের দিকে মুখ করে মুনাজাত করতে হয় (বাহারে শরীয়ত, তরিকুল ইসলাম, আল বাছায়ের প্রভৃতি)।

২নং দলীল ঃ দেওবন্দের আলেম খলিল আহমদ আম্বেটি মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)-এর বরাতে যা লিখেছেন- আল বাছায়ের গ্রন্থের প্রনেতা আল্লামা দাজুভী-

www.sunnibarta.com

তা এভাবে উল্লেখ করেছেন-

صَرَّحَ اَيْضًا خَلِيْلُ اَحْمَدُ الدِّيُوْبَنْدِىْ نَقْلًا عَنِ الْمُلَّا عَلِيْ قَارِىْ بِاَنَّ الْاِسْتِقْبَالَ وَقْتَ الزِّيَارَةِ يَكُوْنُ اِلَى الْقَبْرِ وَقَالَ عَلٰى هٰذَا عَمَلُنَا وَعَمَلُ مَشَائِخِنَا وَهٰكَذَا حُكْمُ الدُّعَاءِ كَمَا نُقِلَ عَنِ الْاِمَامِ الْمَالِكِ رَحِمَهُ اللّٰهُ حِيْنَ سُئِلَ عَنْهُ الْخَلِيْفَةُ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ وَصَرَّحَ بِهٖ مَوْلَانَا الْجَنْجُوْهِىْ فِيْ زُبْدَةِ الْمَنَاسِكِ عَقَائِدُ عُلَمَاءِ دِيُوْبَنْدْ (اَلْبَصَائِرُ لِمُنْكِرِ التَّوَسُّلِ بِاَهْلِ الْمَقَابِرِ صفحة- ٨٨-٨٩)

উচ্চারণঃ "ছাররাহা আয়যান খলিল আহমদ দেওবন্দী নাক্বলান আনিল মুল্লা আলী ক্বারী বি-আন্নাল ইস্‌তিক্‌বালা ওয়াক্‌তায যিয়ারাতি ইয়াকুনু ইলাল ক্বাব্‌রি ওয়া ক্বালা আলা হাযা আমালুনা ওয়া আমালু মাশায়িখিনা ওয়া হাকাযা হুক্‌মুদ দোয়া। কামা নুক্বিলা আনিল ইমামিল মালিক রাহিমাহুল্লাহ্ হীনা ছা-আলা আন্‌হুল্ খলিফাতু ফী হাযিহিল মাছ্‌আলাতি। ওয়া ছাররাহা বিহি মাওলানাল জান্‌জুহী ফী 'যুবদাতিল মানাসিকে' আকাইদা উলামায়ে দেওবন্দ"। (আল বাছায়ের লিমুন্‌কারিত তাওয়াচ্ছুলি বি আহলিল্ মাক্বাবির-পৃঃ- ৮৮-৮৯)।

অর্থঃ "খলিল আহমদ আম্বেটি মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন যে, যিয়ারতের সময় মুখ কবরের দিকে থাকবে। তিনি আরো বলেছেন যে, ইহাই আমাদের আমল এবং আমাদের দেওবন্দের মাশায়িখগণেরও আমল। দোয়ার সময়েও একই হুকুম- অর্থাৎ কবর মুখী হয়ে দোয় করা। যেমন, ইমাম মালেক (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে- "যখন খলিফা (আল-মনসূর) ইমাম মালেক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর রওযা মোবারক যিয়ারত করার সময় ও দোয়ার সময় কোন্‌দিকে মুখ ফিরাতে হবে- রওযা শরীফের দিকে- নাকি কা'বার দিকে? তখন ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছিলেন- রওযা শরীফের দিকে"। মাওলানা গাঙ্গুহী তাঁর 'জুব্‌দাতুল মানাসিক' গ্রন্থে দেওবন্দের ওলামাগণের আক্বিদা এ বিষয়ে অনুরূপই বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।" (আল বাছায়ের লি মুন্‌কারিত তাওয়াচ্ছুলে বি আহ্‌লিল মাক্বাবির পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯ কৃত আল্লামা হামদুল্লাহ দাজুভী সাহারানপুরী)।

www.sunnibarta.com

৩নং দলীল ঃ কবর যিয়ারতকালে মুখ কবরমুখী হওয়া সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হতেও বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা দাজুভীর উক্ত গ্রন্থের ৮৯ পৃষ্ঠায় ৪র্থ লাইনে বর্ণিত হয়েছে-

فَعَلِمْتَ مِنَ النَّقْلِ الْمَذْكُوْرِ اَنَّ الْاِسْتِقْبَالَ اِلَى الْقَبْرِ اَوْلٰى مُطْلَقًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح-

উচ্চারণ ঃ ফা আলিমতা মিনান নাকলিল মাযকুরি আন্নাল ইস্তিক্বালা ইলাল ক্বাবরি আওলা মুত্লাকান ইন্দা আবি হানিফাতা রাহিমাহুল্লাহু।

অর্থঃ "হে পাঠক! মোল্লা আলী ক্বারী ও ইমাম মালেক (রহঃ)-এর বর্ণিত এবারতের দ্বারা আপনি পরিস্কারভাবে অবগত হতে পারলেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে কোন শর্ত ছাড়াই সর্বাবস্থায় (যিয়ারত ও দোয়া) কবরের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোই উত্তম।" (আল বাছায়ের পৃঃ ৮৯)।

উপরোক্ত পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে- কবর যিয়ারতকালে কবরের দিকে মুখ করে দোয়া ও মুনাজাত করা শুধু আহ্লে সুন্নাতের আক্বিদা নয়, বরং যারা ওহাবী নামে খ্যাত, তাদের আকাবেরীনে উলামায়ে দেওবন্দ-এর মতেও উত্তম এবং তাদের আমলও অনুরূপ ছিল। এরপরও যদি কেউ এ ব্যাপারে তর্ক করে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক হেদায়াত নসীব করুন। আমীন!!!

اَلْحَقُّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ بِهٖ وَالْخَيْرُ فِيْهِ-

অর্থঃ সত্যের অনুসরণ বাঞ্ছনীয় এবং এতেই মঙ্গল নিহিত।

"আসসালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (দঃ)"

সমাপ্ত

www.sunnibarta.com

আহকামুল মাযার

(মাযারের বিধান)

লেখকের গ্রন্থসমূহ

১। বুখারী শরীফ বাংলা সংকলন (সম্পাদনা)।
২। নূর নবী (দঃ)। (ব্যাখ্যামুলক জীবন চরিত)
৩। প্রশ্নোত্তরে আকায়েদ ও মাসায়েল।
৪। রাহমাতুল্লীল আলামীন।
৫। কারামাতে গাউসুল আ'যম (রহঃ)।
৬। আহকামুল মাযার।
৭। ইসলাহে বেহেস্তী জেওর।
৮। ঈদে মিলাদুন্নবী ও না'ত লহরী।
৯। শিয়া পরিচিতি। (পান্ডুলিপি)
১০। মিলাদ ও কিয়ামের বিধান।
১১। গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস ও কাসিদায়ে গাউসিয়ার কাব্যানুবাদ।
১২। বালাকোট আন্দোলনের হাকিকত
১৩। সফরনামা আজমীর।
১৪। ফতোয়া হারামাঈন।
১৫। ফতোয়া ছালাছা।
১৬। ফতোয়া ছালাছীন বা ত্রিশ ফতোয়া।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। ১/১২, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭
২।গাউসুল আযম জামে মসজিদ, শাহজাহানপুর, ঢাকা।
৩। মোহাম্মদী কুতুব খানা, আন্দর কিল্লা, চট্টগ্রাম।

অধ্যক্ষ মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ আবদুল জলিল
এমএম, এমএম, সিসিএস

www.sunnibarta.com